সংবাদ বিবৃতি

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ে উদ্বিগ্ন হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

[৩১ মে ২০২০] সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বেশ কিছু ঘটনায় বিশেষত সিকদার গ্রুপের দুই ভাইয়ের এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে দেশ ত্যাগ, ইউনাইটেড হাসপাতালের করোনা ইউনিটে অগ্নিকাণ্ডে ৫ রোগীর মৃত্যু, আলোকচিত্র সাংবাদিক কাজলের কারাবাসের ঘটনা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের ক্রমবর্মান অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরছে বিধায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ফোরাম এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং বিদ্যমান বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি রোধে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার এবং তার ভাই দিপু হক সিকদারের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা থাকা সত্বেও তারা এয়ার অ্যামবুলেন্স-এ করে দেশত্যাগ করেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করে এক্সিম ব্যাংক। মামলায় অভিযোগ করা হয়, ওই ব্যাংক থেকে ৫০০ কোটি টাকা ঋণের বিষয় নিয়ে ব্যাংকটির এমডিসহ দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে তারা নির্যাতন ও গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেছে। অভিযুক্তরা অবশ্য আইনজীবীর মাধ্যমে অভিযোগ অস্বীকার করে মামলাটিকে মিথ্যা বলে দাবি করেছেন। এ ঘটনার পরপর করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে আরোপিত বিধিনিষেধের মধ্যেই গত ২৫ মে সিকদার গ্রুপের মালিকানাধীন একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স কেবল এ দুই জন যাত্রী নিয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ব্যাংককের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। অন্যদিকে, গত ২৭ মে ২০২০, রাত ৯টা বেজে ৩৫ মিনিটে, ইউনাইটেড হাসপাতালের করোনা ওয়ার্ডে আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন রোগীর মৃত্যু হয়; যার মধ্যে ২ জন ছিলেন করোনা নেগেটিভ। জানা গেছে, আইসোলেশন কক্ষের ১১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলোর মধ্যে ৮টির মেয়াদ ১ মাস আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। অন্যদিকে, টানা ৫৪ দিন নিখোঁজ থাকার পর চিত্র সাংবাদিক কাজলকে ফিরে পাওয়া গেলেও তাকে বিতর্কিত মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেল হাজতে রাখা হয়েছে। এসব ঘটনা ছাড়াও প্রতিনিয়ত নানা অন্যায়-অবিচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জবাবাদিহিতা ও সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনার নানা চিত্র উঠে আসছে যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর ফলে একটি সভ্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং নাগরিকদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা আর আস্থাহীনতার জন্ম নিচ্ছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197, Fax: +88-02-810 0187
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Experts:
Dr.Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).

ফোরাম মনে করে, বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে কোন প্রক্রিয়ায় সিকদার গ্রুপের দুই ভাইকে এভাবে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দেশ ত্যাগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা কি ছিলো সেটাও খতিয়ে দেখা আবশ্যক। করোনার সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নিয়ে ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অগ্নিসুরক্ষার ব্যবস্থাগুলো পুনঃপরীক্ষা করে এ জাতীয় সব ধরণের ঝুঁকির বিষয়ে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন ছিল। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের পক্ষ থেকে কোনো অবহেলার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে, তথাপি আইসোলেশন কক্ষে ৮টি মেয়াদোত্তীর্ণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের দায়িত্বে অবহেলার সাক্ষ্যবহন করে। আবার আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য ইউনাইটেড হাসপাতালের অগ্নিকাণ্ড এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের নির্যাতন ও গুলি করে হত্যার চেষ্টা করার অভিযোগসহ সিকদার গ্রুপের দুই ভাইয়ের এভাবে দেশ ত্যাগের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানায় ফোরাম। একই সাথে ফোরাম মনে করে তার দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি, কারাগারের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, কাজলের নিখোঁজ থাকা এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিবেচনায় রেখে অনতিবিলম্বে মুক্তি পাওয়া উচিত। ফোরাম মনে করে, এই পরিস্থিতিতে কাজলের স্বাস্থ্য চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ফোরাম অনতিবিলম্বে কাজলকে মুক্তি প্রদানের এবং তার অপহরণের প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে তার বিরুদ্ধে সকল মামলার পুলিশ প্রতিবেদন দ্রুত দাখিল করার জোর দাবি জানাচ্ছে।